দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আল আমিনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আল আমিন দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গোরস্থান পাড়ার আব্দুস ছাত্তারের ছেলে। জানাযায় আজ মঙ্গলবার ২ জুলাই ভোর পৌনে ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আজমপুর গোরস্থান পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আল আমিনকে গ্রেফতার করে।পরে তার কাছে থাকা ১৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে গ্রেফতারকৃত আল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় বিট পুলিশিং ও উঠান বৈঠক সভা অনুষ্টিত

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” এ স্লোগানকে সামনে রেখে আজ মঙ্গলবার (২ জুলাই) বিকাল ৫ টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এ সভা অনুষ্টিত হয়।

বিট পুলিশিং ও পথসভায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসচেতনতা মূলক উঠান বৈঠক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে বলেন অন্যায়কারী যে কেউ হোক কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না এবং কোন প্রকার সুপারিশ চলবে না । আপনারা তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহযোগিতা করুন এবং নিরাপদ থাকুন ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু

সুলতান, এস আই সেকেন্দার আবু জাফর, এস আই ফাহিম হোসেন, এস আই সোহেল রানা, এস আই শামীম হোসেন, এ এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এ এস আই মারুফুল ইসলাম, এ এস আই শেখ আবু হানিফ, এ এস আই ইব্রাহীম হোসেন,এ এস আই শাহিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হবা জোয়াদ্দার, সাধারন সম্পাদক এনামৃল হক,সহ সভাপতি তনু মন্ডল জয়েন্ট সেক্রেটারি বিল্লাল হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক,জাফর হোসেন,কোষাধ্যক্ষ আবুল হোসেন,মেম্বার শুকুর আলী গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকবৃন্দ।

দর্শনা থানা পুলিশের পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ কুড়ালগাছি ও মদনায় জনসচেতনতা মৃলক পথসভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকালে দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি বাজার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের মদনা ও সাড়াবাড়িয়া বাজারে জনসচেতনতা মুলক পথ সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা কঠোর হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, মাদক, ইভটিজিং, বাল্য বিবাহ, সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ, চোর, ডাকাত, মাদক ও ছিনতাইকারীদের কোন ছাড় নেই। কোন প্রকার সুপারিশ চলবে না। বাল্য বিবাহ,সন্ত্রাস দমন ও মাদক প্রতিরোধে প্রশাসনকে সর্বাত্তোক সহযোগিতা করার আহব্বান জানান তিনি।তিনি আরও বলেন যারা মাদক ব্যাবসা করে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানিয়েছে তাদের খোজ খবর নিয়ে ওপর মহলে পাঠিয়ে তাদের ঘর বাড়ি নিলাম করে দেওয়া হবে।মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ চলবে না।মাদক ব্যাবসায়ীরা যত শক্তিশালী হোক না কেন যে কোন দলের হোক কোন প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।আমি যতদিন দর্শনা থানায় আছি মাদকের সাথে কোন রকম আপোষ করবো না।

এ পথ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই টিপু সুলতান, এস আই সেকেন্দার আবু জাফর, এস আই ফাহিম হোসেন,এস আই সোহেল রানা, এস আই শামীম হোসেন, এ এস আই আবু বক্কর সিদ্দিক, এ এস আই মারুফুল ইসলাম,এ এস আই শেখ আবু হানিফ,এ এস আই ইব্রাহীম হোসেন,

এছাড়াও বিভিন্ন বাজরের স্থানীয় ইউপি সদস্য, গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ভূয়া পরিক্ষার্থীকে এক বছরের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্নাস পরীক্ষায় প্রক্সি দেওয়ার অপরাধে শামীম আহম্মেদ তুষার নামে এক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজকেন্দ্র থেকে তাকে আটক করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্ত শামীম আহম্মেদ তুষার চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের মো. খোকনের পুত্র। ভ্রাম্যমাণ আলাদত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান নাঈমা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, এই কেন্দ্রে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। এ পরীক্ষায় অংশ নেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ও জীবননগর উপজেলার আবুুল কাশেমের ছেলে মো. শহীদুজ্জামান। তার রোল নম্বর ২০২৮১৭৭ ও নিবন্ধন ননম্বর ১৮২১৫০৩৯৪২৬। কিন্তু তার পরিবর্তে আগের টানা ৮টি পরীক্ষাসহ সোমবারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাটিও দিচ্ছিলেন ভুয়া পরিক্ষার্থী শামীম

আহম্মেদ তুষার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নজরে আসে। পরে পরীক্ষার হলে উপস্থিত হন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (শিক্ষা ও আইসিটি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান নাঈমা। সেখানে তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন, ১৯৮০-এর ৩ ধারা অনুযায়ী ভুয়া পরীক্ষার্থীকে এক বছরের জেল প্রদান করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও সহকারী কমিশনার সুমাইয়া জাহান নাঈমা বলেন, ‘তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় ভুয়া পরীক্ষার্থীকে জেল-জরিমানা করা হয়েছে। আর যিনি প্রকৃত পরীক্ষার্থী তাকেও শনাক্ত করা হয়েছে। তার ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ কলেজ কৃতর্পক্ষ নেবে।’

চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহযোগী অধ্যাপক মামুন অর রশিদ বলেন, অনার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষায় ২১৫ নম্বর কক্ষে ইতিহাস বিভাগের শহীদুজ্জামান নামের এক পরীক্ষার্থীর পক্ষে শামীম আহম্মেদ তুষার নামে একজন প্রক্সি দিচ্ছিলেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা চলাকালে তাকে শনাক্ত করেন। এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এক বছরের সাজা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষ মূল পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছি। এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ করেছি।

জীবননগরে দুই ইউপি চেয়ারম্যানের ওপর হামলায় সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খাঁন এবং উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হান্নানের ওপর

হামলাকারীদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে।
গতকাল রবিবার বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করে এই আল্টিমেটাম দেয় জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগ ও জীবননগর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশন। জীবননগর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেকেন্দার আলী মিয়া সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত ২৮ মে উথলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ২৮ জুন মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ওপর একই কায়দায় হামলা করা হয়। বর্তমানে তাঁরা দুজনই ঢাকায় চিকিৎসাধীন রয়েছে । আব্দুল হান্নানের ওপর এক মাস আগে হামলা করা হলেও পুলিশ কাউকে এখন পযন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আবার মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের ওপর দুদিন আগে হামলা করা হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এতে আমরা শঙ্কিত। আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, সম্প্রতি জীবননগর উপজেলার আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। শহরের অলিতে গলিতে মাদকের আনাগোনা, চুরি, ছিনতাই, মলম পার্টির দৌরাত্ম্য বহুগুনে বেড়ে গেছে। এসব কারণে জীবননগর উপজেলার জনপ্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক হতাশা বিরাজ করছে। আমরাও আতঙ্কের মধ্যে থাকি কখন আমাদের উপর হামলা হয়? সংবাদ সম্মেলনে দুই চেয়ারম্যানের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানানো হয়। আর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থ হলে উপজেলার সকল জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ জনগনের সাথে নিয়ে মানববন্ধন, মৌন মিছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশসহ বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষনা প্রদান করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেনুকা আক্তার রিতা, পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেকেন্দার আলী, বাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, কে,ডি,কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খায়রুল বাশার শিপলু, আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ শফিকুল ইসলাম মুক্তার প্রমুখ।

চিনিকলটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বেশি বেশি আখ লাগান–এমডি মোশারফ হোসেন

সেচ সার যত্ন তিনে মিলে রত্ন ও পোকা দমন হাতে- নাতে কম খরচে সুফল তাতে,এ স্লোগানকে সামনে রেখে একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি ও গুনগত মানসম্পর্ন আখ উৎপাদনের লক্ষে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ শীর্ষক কর্মশালা ও কেরুর খামার দিবস ২০২৪ পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ জুন) সকাল সাড়ে ১০ টায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর কৃষি বিভাগের আয়োজনে আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষা মৃলক খামারে এ খামার দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

এ খামার দিবসে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে এ খামার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। খামার দিবসে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন,এ সময় তিনি বলেন,আপনারা বেশি বেশি আখ লাগান আপনাদের আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামীতে আবার আখের মৃল্য বৃদ্ধি করা হবে। তাই এ বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান ঠিকিয়ে রাখতে হলে আখ চাষের কোন বিকল্প নেই।তাই ভালো জাতের বীজ রোপন করেন দেখবেন আপনারা লাভবান হচ্ছেন।তাই আখ চাষীদের কথা চিন্তা করে প্রতি টন ৬ হাজার টাকা করা হয়েছে। আখ চাষীদের কথা চিন্তা করে আমরা আধুনিক পদ্ধতিগতভাবে আখ চাষ করা হচ্ছে,এ ভাবে আখ চাষ করা হলে আপনারা বেশি লাভবান হবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন,মহাব্যাবস্থাপক কারখানা সুমন কুমার শাহা, মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস সাত্তার,মহাব্যাবস্থাপক এ ডি এম ইউসুফ আলী, আকন্দবাড়িয়া পরিক্ষা মৃলক খামার ইনচার্জ দেলোয়ার হোসেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারন সম্পাদক আঃ বারী, আখচাষীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেরুর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি হাফিজুর রাহমান হাফিজ, আফজালুল হক ধীরু, আব্দুল আওয়াল,শামীম হোসেন, প্রমুখ।

এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষি সম্পাসারন অধিদপ্তরের ডি জি এম

মাহবুবুর রহমান।

জীবননগরের মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব দুর্বৃত্তদের কোপে আহত

জীবননগর উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আঃহান্নানের পর মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খানকে একই স্টাইলে কুপিয়েছে দুর্বত্তরা। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভতি করেন। এ সময় হাসপাতালে কমরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোরে রেফার্ড করেন।

আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের আলার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ বলেন, চেয়ারম্যান প্রতিদিন সন্ধার সময় আলার মোড়ে চা খেতে আসেন শুক্রবার ঠিক একসময় চা খেতে এসেছিলেন রাত ৮টার দিকে তিনি বাড়িতে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বত্তরা চলন্ত অবস্থায় চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরে পালিয়ে যায়। এসময় স্থানীয় কিছু লোকজন চেয়ারম্যানকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে কতৃব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোরে রেফার্ড করেছেন।

জীবননগর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ওমর ফারুক বলেন,মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পিঠে কোপ মেরেছে তিনার পেশার বেশি ও এ্যাজমার সমস্যার কারনে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর রেফাড করা হয়েছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস.এম জাবীদ হাসান ঘটনার

সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেনের পিঠে একটি ধারাল অস্ত্রের আঘাত করেছে দুর্বত্তরা।তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকরা যশোরে রেফার্ড করেছে । এ ঘটনায় এখনও কোন অভিযোগ পায়নি তবে অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ মাঠে কাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গার পাকা গ্রামে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে নারীর আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের পাঁকা গ্রামে সাথী আক্তার (৩০) নামে এক নারী গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ শুক্রবার (২৮ জুন) গ্রামের উত্তর পাড়ায় বেলা ১২ টার সময় এ ঘটনাটি ঘটে। সাথী খাতুন পাঁকা গ্রামের শহিদুল সরদারের মেয়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি,সাথী খাতুন ছিলেন স্বামী পরিত্যাক্তা। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে সে কয়েক বছর ধরে পিতার বাড়িতে অবস্থান করছিল। এরপর তিনি হঠাৎ করে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। মানসিক ভারসাম্যহীন হাওয়ার কারণে সে প্রায় সময় একা একা বিভিন্ন জায়গায় চলে যেত। তার মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য চিকিৎসাও চলমান ছিল। এক পর্যায়ে শুক্রবার (২৮ জুন) বেলা ১২টার দিকে তার শোবার ঘরে বাঁশের আড়ার সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস.এম.জাবীদ হাসান জানান, আত্মহত্যার খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এছাড়াও নিহতের পরিবারের পক্ষ হতে কোন অভিযোগ না থাকায় জীবননগর থানা পুলিশের পক্ষ হতে লাশ দাফনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
#

দামুড়হুদায় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন ছোটদুধপাতিলা রেলগেটে পৌঁছালে এই দূর্ঘটনা ঘটে। মৃত ব্যক্তি হলো দর্শনা থানা এলাকার ডিহি কৃষ্ণপুর ডাক্তার পারার ঝন্টু আলীর ছেলে আলামিন হোসেন (২৯)।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার ছোটদুধপাতিলা গ্রামের রেলগেটে কলকাতা থেকে ছেড়ে আসা মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন এসে পৌঁছালে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী আলামিন হোসেন রাস্তা পার হতে গেলে ট্রেনের সাথে সজরে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ও দর্শনা রেল পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে দর্শনা রেলওয়ে পুলিশ লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানান দর্শনা রেলওয়ে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা দিতে এসে গ্রাহকের টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার সোনালী ব্যাংকের ভেতরে আবারও এক গ্রাহকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার ওই গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দেবার জন্য

কাউন্টারের সামনে রাখলে চোরেরা কৌশলে ৬১ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ব্যাংকের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করে তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
ভুক্তভোগী পৌরশহরের নিত্যরঞ্জন সাহার ছেলে গোবিন্দপুর গ্রামের মলয়।

স্থানীয়রা জানান, আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মলয় ও অগ্রণী ব্যাংকের এক পিয়ন আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের পে-অর্ডারের টাকা জমা দিতে সোনালি ব্যাংকে যান। এ সময় তিনি দুজনের পে-অর্ডারের মোট ৬১ হাজার টাকা ব্যাংকের ৪ নম্বর কাউন্টারের সামনে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যান।

এসময় চোরচক্রের এক সদস্য কৌশলে কাউন্টার থেকে ওই ৬১ হাজার টাকা চুরি করে নেয়। পরে ভুক্তভোগী মলয় ফিরে দেখেন কাউন্টারে তাঁর টাকা নাই। পরে সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করলে চুরির ঘটনাটি সামনে আসলেও চোরকে কেউই সনাক্ত করতে পারেনি।

এদিকে গত ৯ জুন সোনালী ব্যাংক থেকে এক মহিলার উত্তোলন করা টাকা চোর চক্র একই কায়দায় চুরি করে নিয়ে যায়।

সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এইচ এম আব্দুল আওয়াল বলেন,ক্যাশে টাকা জমা না দিয়ে কাউন্টারে বাইরের রাখলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ভার গ্রহণ করবে না।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ জানান, ব্যাংক থেকে টাকা চুরির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।